পেইন্টিং

বাজারে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিভিন্ন নামের পেইন্ট পাওয়া যায়।টেকনোলোজির সাহায্যে স্ক্রিনেই দেখে নেয়া যায় কোন রঙের সাথে কোন রংমানাবে। প্রচলিত কিছু পেইন্ট সম্পর্কে জেনে নেয়া যাক।

ওয়েদারকোটঃ

- ওয়েদার কোট বা ওয়েদার গার্ড মূলত বাইরের দেয়ালে ব্যবহার করা হয়
- আমাদের দেশে বাইরের দেয়ালে ওয়েদার কোটই বেশি উপযোগী।
- রাস্তার পাশে বেশি ধুলো বালি লাগে এমন বাড়িতে "এন্টিডার্ট" ওয়েদারকোট ব্যবহার করতে হবে

ডিউরোসেমঃ

- বাড়ির বাইরের দেয়ালে ব্যবহার হয়
- একধরনের সিমেন্ট পেইন্ট, অনেকেই ওয়েদার কোটের পরিবর্তে ব্যবহার করেন
- ডিউরোসেম বা স্নোসেম বা ওয়ালকেয়ার এ ধরনের নামে পাওয়া যায়

প্লাস্টিকপেইন্টঃ

- প্লাস্টিক পেইন্ট ঘরের ভেতরে ব্যবহার করা হয়।
- বেশ মসৃণ হয় এবং ঘরের উজ্জ্বলতা ও বাড়ায়
- দাগ ময়লা লাগলে সহজে তুলে ফেলা যায়।

এনামেলপেইন্টঃ

- মেটালে ব্যবহার করা হয়
- পানি লাগলেও তেমন একটা ক্ষতি হয় না।
- সাথে থিনার মেশানো হয়, বর্তমানে ওয়াটারবেসড এনামেলও পাওয়া যায়।

ডিস্টেম্পারঃ

- ডিসেম্পার ঘরের ভেতরের রং
- কম খরচ, সহজেই করা যায়

বার্নিশ

বার্নিশ মূলত কাঠের উপরেই করা হয়, পার্টিকেল বোর্ডের উপরেওবার্নিশ করে স্থায়ীত্ব বাড়ানো যায়।

মূলত দু'রকম বার্নিশ হয়

- লিকার পলিশ
- স্পিরিট পলিশ

লিকার পলিশ

- মেশিনের সাহায্যে করা হয়
- ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘস্থায়ী
- কাঠের আশের সৌন্দর্য্য ঢাকা পড়ে যায়
- বৃষ্টি প্রতিরোধী এবং রক্ষনাবেক্ষন ব্যয় নেই।

স্পিরিট পলিশ

- গালা, স্পিরিট, মোম ও অন্যান্য কেমিকেল দিয়ে মিস্ত্রিরা হাতেই করে থাকেন
- দক্ষমিস্ত্রি হলে তা ফার্নিচারে দারুন ফুটে ওঠে।এতে আসবাবের স্থায়িত্বও বাড়ে
- বছরে অন্তত একবার সব ফার্নিচারে একটান স্পিরিট পলিশ দিয়ে দিলে তা দীর্ঘ দিন টিকে থাকে